সংবিধিবদ্ধ বিতর্কীকরণ

পরশপাথর

১.

ইসলামিক টিভি আর পীস্ টিভি যতই আস্ফালন করে থাকুক না কেন যে, অমুক ধর্ম তমুক নিয়মে একেবারে একশ'ভাগ গণতান্ত্রিক, যুক্তিবোধসম্পন্ন যে কেউ খুব সহজেই উদঘাটন করতে পারেন যে, ধর্মতন্ত্র কোনভাবেই গণতন্ত্র হতে পারেনা। নারী নেতৃত্ব মেনে নেয়ার মত সামান্য সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত যেখানে অনুপস্থিত সেটা বড়জোর maleocracy হতে পারে Democracy নয়। অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির মত যদি মুক্তবাজার রাজনীতির কথা বলা যায় তবে অবশ্যই গণতন্ত্রে ধর্মতন্ত্রের একটা স্থান থাকা উচিৎ, যদি সেটা জনগণ চায়। আর বাংলার জনগণ যে সেটা খুব ভালো করেই চায় তার বড় প্রমাণ পরপর কয়েকবার ধর্মাশ্রয়ী ব্যবসায়ীদের নিজস্ব আসন থেকে সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসা। বাংলার অশিক্ষিত মানুষের অশিক্ষার দোহাই দিয়ে আর কয় দিন? অশিক্ষিত ধর্মাপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে সহজেই ধর্মের কথা বলে ভোট আদায় করা সম্ভব, এসব পুরোনো ছেলেভুলানো যুক্তি দিয়ে আর কত? আর যদি শিক্ষিত তরুণ সমাজের কথাই বলি তবে বলতে হয়, বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত। অস্ত্র ব্যবহার তাদের ধর্ম নয়, বরং ধর্মের ব্যবহারই তাদের অস্ত্র। অতএব, বাংলার হাজার হাজার অশিক্ষিত মানুষ আর পথভ্রষ্ট কয়েক লক্ষ ছাত্রশিবির কর্মী, তাদের জীবন নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা নতুন নতুন বিধান দেবেন না, তা কি করে হয়? আসলে, চৌদ্দশ কিংবা চৌদ্দ হাজার বছর পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট মানুষের জীবন নিয়ে শুরু হয়েছে বিধান প্রণয়ন। বিধানের এক আজব চক্রের কবলে আবর্তিত হতে থাকে তথাকথিত পথভ্রষ্ট মানুষ।একসময় পরিপূর্ণ জীবন বিধান টাইপ কথাবার্তার অসারতা

প্রমাণ করেই দেশে দেশে কালে কালে রচিত হয়েছে কিংবা রচিত হয় বাস্তব বিধান, সংবিধান; শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ যেখানে নেই, সবাই সমানভাবে মানতে বাধ্য । আবার এই বাস্তবতারই এক নির্মম বাস্তব রূপ হচ্ছে ভণ্ডামো, কপটতা আর জনপ্রিয়তা অর্জনের নিকৃষ্টতম প্রচেষ্টা। যার ফলস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষ বিধানের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি পরিবর্তিত এক ধর্মময় সংবিধান। অতএব, বিশেষ ধর্ম নিয়ে কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় তবে সেটিতো সংবিধানের লঙ্ঘন নয়, বরং লালন ; তথা সংবিধানসন্মত। অন্যদিকে জনগণ যদি ভোট দিয়ে ধর্মজীবিদের নির্বাচন করে তবে সেটা কী খুব বেশী পরিমানে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হয়? প্রশ্ন হতে পারে, সমস্যাটাকী ধর্মভিত্তিক রাজনীতির না ভিত্তি হিসেবে ধর্মের?

২.

আজকাল হান্নান নামধারী লোকজন মিডিয়াটা সরগরম করে রেখেছে। সেই সূত্র ধরেই এবার শাহ হান্নানের প্রসঙ্গে আসা যাক। বেসরকারী এক টিভি চ্যানেল কে দেয়া সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করেই ভদ্রলোক মিডিয়ায় আলোচিত হচ্ছেন। বেসরকারী চ্যানেলটিতে সেদিন আরো এসেছিলেন জনাব শাহরিয়ার কবির। হাজার হাজার দর্শকের নিশ্চিত অপ্রকাশিত সমর্থন, উপস্থাপিকা, উপস্থিত সাংবাদিকদের সহযোগিতা নিয়ে এ অনুষ্ঠান শাহরিয়ার কবিরের জন্য ছিল দুধ-ভাত। অপর দিকে দিকে হান্নান সাহেবের জন্য সেটা ছিল এক অগ্নি পরীক্ষা। অমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, মিঃ হান্নান স্বাধীনভাবে উনার মত প্রকাশ করতেই এসেছিলেন। কিন্তু উপস্থিত সাংবাদিকরা এমন ভাব করছিলেন যেন এক মহাঅপরাধীর কাছ থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি না আদায় করা পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাদের আর দমিয়ে রাখতে পারবে না। আর উপস্থাপিকা, যিনি অনুষ্ঠানের দুই জন অতিথির থেকে তিনগুন বেশি কথা বলেন, শেষ প্রশ্নে এসে বেশ কয়েকবার বলতে থাকলেন, আপনি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন, এড়িয়ে যাচ্ছেন,

এড়িয়ে যাচ্ছেন; হয়তো সময় থাকলে আরো কয়েকবার বলতেন। ভাবখানা এমন যে পৃথিবীতে এই প্রথম কেউ কোনও প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল। অথচ একজন বক্তা যদি ইচ্ছা করেন তবে প্রশ্নের উওর এড়িয়ে যাবার অধিকার তার সবসময়ই আছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হান্নান সাহেবদের কথার উপর ভিত্তি করে কি বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যাবে? তথাকথিত রাজাকারদের ব্যাপারে আমাদের আর কী জানার আছে,কীইবা জানার থাকতে পারে? তাদেরতো একটা কাজই শুধু বাকী থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া,ক্ষমা চাওয়া আর ক্ষমা চাওয়া। সেটা জেনেও কেন তাদের পক্ষ থেকে মতামত দেবার জন্য টিভি চ্যানেলগুলোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটাতো একদমই উস্কানিমূলকভাবে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজামি, মুজাহিদরা একাত্তরে এক বিশাল অপরাধ করে ফেলেছিলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, সন্দেহ থাকতে পারেনা, কিন্তু এখনকার বিচার প্রক্রিয়ায়তো তারা বাধা সৃষ্টি করেনি। বিচারে যদি তারা অভিযুক্ত হয় তবে এমনওতো হতে পারে তারা হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝুলবে কিন্তু ক্ষমা চাইবেনা। কেন তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলবার অধিকার দেয়া হচ্ছেনা? এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের একদিন ক্ষমা করে দিয়েছিলো, কারণ তাদের বিচার হবে, বিচারের মাধ্যমেই তাদের সাজা হবে। অথচ নতুন বৌয়ের মত অভিমানী লোকজন এখনও বিতর্ক করছেন কে মামলা করবে আর কে করবেনা সেটা নিয়ে। সরকার মামলা করবে, না কি কোনও প্রতিষ্ঠান, না কোনও ব্যক্তি; এখনও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মিডিয়ার লোকজন গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে ।

৩.

সরকারের ব্যাপারটা যখন এসেই গেল এবার সরকার প্রসঙ্গে

আসি। বর্তমান সরকার যখনি কোনও কাজে হাত দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ চিৎকার করে উঠছে, এখতিয়ার নেই , এখতিয়ার নেই । বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কাজ যে এখতিয়ারওয়ালারা করতে পারতেননা, সেটা বুদ্ধিজীবি আর বিবৃতিজীবিরা না বুঝলেও বাংলার জনসাধারণ ঠিকই বুঝে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই এখতিয়ারবিহীন সরকারের কাছে যুদ্ধপরাধীদের বিচার চাওয়াটা কতটুকু যৌক্তিক? যেখানে অনভিজ্ঞ এই সরকারকে দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের নিয়েই হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনতিদূরেই রয়েছে তাদের প্রধান কাজ নির্বাচন। অতএব, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিৎ কিন্তু এই সরকারের আমলে করতে চাওয়াটা একদমই অন্যায় আবদার হবে।

আমাদের আবদারগুলো করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া উচিৎ। এরকম আরেকটি অন্যায় আবদার আমরা করতে চাচ্ছিলাম মতিউর রহমান সাহেবের কাছে। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। যে ক্ষমা আদায়ের জন্য ছত্রিশ বছর অপেক্ষা করেও সফল হওয়া যায়নি, অথচ কত সহজেই সামান্য একটা অপরাধের জন্য মতিউর রহমান সাহেবে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। হ্যাঁ, এতে অবমাননা হয়েছে। অবমাননা হয়েছে তাঁর নিজের। ধুলোয় মিশে গেছে সন্মান। কিন্তু বেঁচে গেছে একটি পত্রিকা। যে পত্রিকা এদেশে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে, সেই পত্রিকা। ইয়েলো জার্নালিজমের উদাহরণ প্রথম আলোর বিরুদ্ধে অনেক আনা যাবে, কিন্তু তাদের অবদানের কথাও কি অস্বীকার করা যাবে? প্রথম আলো টিকে থাকলে রম্য ম্যাগাজিনের একজন সম্পাদক বা কার্টুনিস্টের জন্য অনেক কিছুই পরবর্তীতে করা সম্ভব; কিন্তু ধর্মান্দ্ধ এক দেশে এই ধরনের একটা ইস্যুতে একটা পত্রিকার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। নিজের সন্মান বিসর্জন দিয়ে হলেও মতিউর রহমান সাহেব সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন বলতে হবে। অতএব ক্ষমা না চেয়ে মতিউর রহমান

সাহেবের কাছে অটল থাকার আবদারটাও যথার্থ নয়। তাছাড়া, আমাদের ক্ষোভের উৎসগুলো যেন অন্য কোথাও। মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় বারবার উঠে এসেছে তার আশি লক্ষ টাকা দামের ফ্ল্যাট। তার ম্যাগস্যাইসে পুরস্কার নিয়ে কথা উঠেছে একদমই অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে। অনেকেই তাঁর পুরনোদিনের কষ্টকর অতীতের আবেগঘন বর্ণনাও দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু, শুধু আবেগের দৃষ্টি দিয়ে সবকিছুকে না দেখে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখাটাই দৃষ্টিনন্দন হবে।

November 10, 2007
poroshpathor81@yahoo.com